

ALL RIGHTS RESERVED © جميع حقوق الطبع محفوظة

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage and retrieval system, without the permission of the publisher.

### Ruling of Islamic Law about Bribery

By: Muhammad Manzur-e-Ilahi

First Edition: June 2000

Supervised by

ABDUL MALIK MUJAHID



#### Headquarters:

P.O. Box: 22743

Riyadh-11416 KSA

Tel: 4033962/ 4043432

Bookshop Tel & Fax: 4614483

E-mail: [darussalam@naseej.com.sa](mailto:darussalam@naseej.com.sa)

#### Branches & Agents

• **Jeddah:** Tel: 6712299 Fax: 6173448

• **Al-khobar:** Tel: 8948106

• **Pakistan:** 50 Lower Mall Lahore

Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072

• **Rahman Market, Ghazni Street**

Urdu Bazar, Lahore

Tel: 712005, Fax: 7320703

• **Houston, USA:** Tel: 001-713-722 0419

Fax: 001-713-722 0431

• **New York, USA:** 572, Atlantic ave, Brooklyn

New York 11217, Tel: 001-718-625 5925

• **Birmingham, U.K:** Al-Hidaayah Publishing & Distribution

436 Coventry Road, Birmingham B10 0UG

Tel: 0044-121-753 1889 Fax: 121-735 2422

• **Singapore:** Muslim Converts Association of Singapore

Singapore 424484, Tel: 440 6924, 348 8344, Fax: 440 6724

• **Sri Lanka:** Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo-4, Sri Lanka

Tel: 0094-1-589 038, Fax: 0094-1-699 767

• **Bangladesh:** 30 Malitola Road, Dhaka-1100

Tel: 0088-02-9557214

Fax: 0088-02-9559738

## حكم الرشوة في الإسلام

### محمد منظور إلهي

## ইসলামী বিধানে ঘুষ

মুহাম্মদ মানজুর-এ-ইলাহী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা

Ruling of Islamic Law about Bribery  
Muhammad Manzur-e-Ilahi

ইসলামী বিধানে ঘুষ  
মুহাম্মদ মানজুর-এ-ইলাহী  
প্রথম প্রকাশ  
জুন ২০০০ ইংরেজী  
রাবিউল আউয়াল ১৪২১ হিজরী  
আষাঢ় ১৪০৭ বাংলা

গ্রন্থস্বত্বঃ প্রকাশকের

প্রকাশক



সদর দফতর

দারুসসালাম

পোঃ বক্সঃ ২২৭৪৩, রিয়াদঃ ১১৪১৬, সৌদি আরব.

ফোনঃ ০০৯৬৬-১-৪০৩৩৯৬২-৪০৪৩৪৩২

ফ্যাক্সঃ ০০৯৬৬-১-৪০২ ১৬৫৯

বিজ্ঞয়কেন্দ্র : ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৯৬৬-১-৪৬১৪৪৮৩

শাখাসমূহ :

দারুসসালাম

৫০, লোয়ারমল, লাহোর, পাকিস্তান

ফোন : ০০৯২-৪২-৭২৪ ০০২৪, ৭২৩২৪০০

ফ্যাক্স : ০০৯২-৪২-৭৩৫ ৪০৭২

দারুসসালাম পাবলিকেশন্স

পোঃ বক্স ৭৯১৯৪, হিউস্টন, টি এক্স ৭৭২৭৯, যুক্তরাষ্ট্র

ফোন : ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪১৯, ফ্যাক্স : ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪৩১

দারুসসালাম

নিউইয়র্ক, ৫৭২-আটলান্টিক এভিনিউ, ব্রুকলীন, ১১২১৭ যুক্তরাষ্ট্র

ফোন : ০০১-৭১৮-৬২৫ ৫৯২৫

আল হিদায়াহ্ পাবলিশিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন

৪৩৬ কভেন্ট্রি রোড, বারমিংহাম বি ১০ ও ইউ জি, যুক্তরাজ্য

ফোন : ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ১৮৮৯, ফ্যাক্স : ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ২৪২২

দারুস সালাম পাবলিকেশন্স

৩০ মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০ বাংলাদেশ

ফোন : ০০৮৮-০২-৯৫৫৭২১৪, ফ্যাক্স : ০০৮৮-০২-৯৫৫৯৭৩৮

# ইসলামী বিধানে ঘুষ

মুহাম্মদ মানজুর-এ-ইলাহী

দা রু স সা লা ম

রিয়াদ • লাহোর • হিউস্টন • নিউইয়র্ক • ঢাকা

# চলচ্চিত্র ন্যায্যতা

কৃত্রিম সত্য

সংস্করণ ১৯৮১

প্রকাশক

প্রকাশক



আমাদের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থরাজিঃ

- ✽ বাংলা আল-কুরআন
- ✽ বাংলা আল-কুরআন ৩০ পারা
- ✽ মুসলিম কি চার মাযহাবের এক মাযহাব মানতে বাধ্য?
- ✽ যুগস্রষ্টা সংস্কারক ইমাম ইবনে তাইমিয়া
- ✽ সত্যের তরবারী বলসায়
- ✽ ঈমান নবায়ন
- ✽ ইসলামী বিধানে ঘুষ
- ✽ ইসলামে যৌন জীবন
- ✽ মহানবীর শাস্ত পয়গাম
- ✽ সহীহ নামায ও দু'আ শিক্ষা
- ✽ সহীহ হজ্জ ও উমরাহ
- ✽ মাযার ভক্তের জবানবন্দী
- ✽ নির্ভেজাল তাওহীদ

## সূচী পত্র

১. প্রকাশকের নিবেদন .....	৮
২. লেখকের আরম্ভ .....	৯
৩. ইসলামী আইনে ঘুষের সংজ্ঞা .....	১৩
৪. ইসলামী আইনে ঘুষের বিধান .....	১৩
৫. (ক) ন্যায়কে অন্যায় ও অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করার জন্য ঘুষ প্রদান .....	১৪
৬. (খ) স্বীয় প্রাপ্য অধিকার অর্জনের জন্য কিংবা অত্যাচার ও ক্ষতি এড়ানোর জন্য ঘুষ প্রদান .....	১৮
৭. (গ) কোন পদবী বা চাকুরী লাভের উদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান .....	২৫
৮. যা সরাসরি ঘুষ নয়, তবে ঘুষের সাথে সংশ্লিষ্ট .....	২৮
৯. প্রথমতঃ উপহার-উপঢৌকন .....	২৯
১০. দ্বিতীয়তঃ ঘুষ গ্রহীতার স্বার্থরক্ষা, সেবা ও উপকার সাধন .....	৩৭
১১. তৃতীয়তঃ মিডিয়া গ্রহণ ও তদবীর .....	৪০
১২. ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুষের শাস্তি .....	৪২
১৩. ঘুষের সাথে জড়িত ব্যক্তির শাস্তি .....	৪৩
১৪. গৃহীত ঘুষের ব্যাপারে ইসলামের ফয়সালা .....	৪৬

## প্রকাশকের নিবেদন

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, বিধানদাতা, পালনকর্তা, পুরস্কার ও শাস্তিদাতা সর্বশক্তিমান একক মা'বুদ ও ইলাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার। লাখো সালাম শেষ নবী, একমাত্র মহান নেতা ও সারা দুনিয়ার জন্য রহমত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সহযোগী, সহযোদ্ধা, অনুবর্তী, অনুসারী ও প্রিয় স্বজন-পরিজন-এর ওপর।

মুসলিম সমাজে ঘুষ নামক অপরাধ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষায় মৌলিক লেখালেখি খুবই অপ্রতুল। অথচ মুসলিম সমাজের সভ্য হিসাবে এ অপরাধের ভয়াবহতা ও এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য আমাদের সবারই জানা প্রয়োজন। এ পুস্তিকায় লেখক কুরআন ও হাদীস থেকে বিভিন্ন দলীল উল্লেখ করে ঘুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বলিষ্ঠভাবে ও অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করেছেন।

গ্রন্থকার জনাব মুহাম্মদ মানজুর-এ-ইলাহী, বাংলা প্রকাশনা প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষক জনাব মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সম্পাদক জনাব মাহবুবুল হক, মলাট শিল্পী জনাব আবদুল হামীদ ও বর্ণবিন্যাসকারী জনাব আসাদুল্লাহ্‌সহ যারা এ পুস্তিকা প্রকাশনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। মহান আল্লাহ্ তা'আলাই এঁদের যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করবেন।

বিশ্বসভায় বাংলা ভাষার মর্যাদা এখন পঞ্চশীর্ষতম, যুক্তরাজ্যে দ্বিতীয় শীর্ষতম এবং সৌদি আরবে চতুর্থ শীর্ষতম স্থানে। সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য এ আমাদের পঞ্চম উপহার। আশাকরি অন্যান্য গ্রন্থের মত এ পুস্তিকাও তাঁরা সাদরে গ্রহণ করবেন এবং এর থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল হাসিল করবেন।

আশাকরি এ পুস্তিকাটি ঘুষের বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গঠনে এবং মুসলিম সমাজ থেকে ঘুষ নামক মারাত্মক ব্যাধি নিরসনে উত্তম ভূমিকা পালন করবে। আল্লাহ্ আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করুন-আমীন।

রিয়াদ : জুন, ২০০০

আবদুল মালিক মুজাহিদ  
জেনারেল ম্যানেজার

## লেখকের আর য

বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা দেশে বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহে 'ঘুষ' নামক ব্যাধিটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত ঘুষ নামক দুর্নীতির ঘানি টানতে টানতে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। আমলাদের খুশী করতে না পারলে চাকুরীতে উন্নতির দরজা বন্ধ হয়ে যায় কিংবা চাকুরীই মেলে না। হত্যাকারী হত্যার ন্যায় মারাত্মক অপরাধ করেও ঘুষের মাধ্যমে আরো হত্যাকাণ্ডের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা আদায় করে নেয়। ঘুষ দিতে না পারায় মৃত স্বামীর বকেয়া পাওনা আদায় করতে গিয়ে এতীম সন্তান নিয়ে দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত বিধবা স্ত্রীকে অপেক্ষা করতে হয় বছরের পর বছর। জরুরী সবগুলো ফাইল লালফিতার আড়ালে বন্দী হয়ে যায় একই কারণে। আবার ঘুষ প্রদান করলেই ফাইলগুলো সচল ও গতিময় হয়ে ওঠে। বরং ঘুষ প্রদান করলে এমন কোন অন্যান্য কাজ নেই যা করা যায় না। মোটকথা, এহেন দুর্নীতির কারণে মুসলিম দেশের সামাজিক জীবন যেমন একদিকে হয়ে পড়েছে দুর্দশাগ্রস্ত, তেমনি অন্যদিকে নৈতিক জীবন হয়ে পড়েছে পর্বদস্ত।

বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাব যে, এমন একটি সামাজিক ব্যাধির মূলে রয়েছে নৈতিকবোধহীনতা। সমাজে যখন ভাল-মন্দের বাছ-বিচার থাকেনা, ন্যায়-অন্যায়ের ভেদাভেদ থাকে না, ত্যাগের বদলে ভোগ-স্বপ্‌হা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, স্বার্থোদ্ধারের তাগিদে সকল দুষ্কর্ম যখন



হয়ে যায় বৈধ, তখন সত্যিকার অর্থে নৈতিকতা বলতে কোন সুকুমারবৃত্তি আর বাকী থাকে না। আর তার ফলে শুধু ঘুষ নামক দুর্নীতি কেন, বরং আরো হাজারো রকমের দুর্নীতির পশরা জমে ওঠাই স্বাভাবিক। যার সুনিশ্চিত প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষ করছি বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম সমাজে। এখন প্রশ্ন জাগে কেন এই নৈতিকতাহীনতা সৃষ্টি হল আমাদের মাঝে?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে কিন্তু আমাদের কোন চিন্তা ও কষ্ট করতে হয় না। কারণ, আমাদের সহজাত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই আমরা এটা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে সক্ষম। আর তা হচ্ছে-অধিকাংশ মুসলিম দেশের সামাজিক, প্রশাসনিক এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সত্যধর্ম তথা ইসলামকে বলতে গেলে প্রায় পুরোপুরিই নির্বাসন দেয়া হয়েছে।

বর্তমান যুগে যারা ইসলামের ওপর নানা অপবাদের বোঝা চাপাতে চান, তারা কিংবা তাদের একাংশ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, কিংবা তারা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জনজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সুমহান ইসলামকে নির্বাসিত করার কূট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে ইতিমধ্যে তারা স্বীয় কাজে যথেষ্ট সাফল্যের নজীর দেখাতে পেরেছেন। যার ফলে আজ নৈতিকতা নামক সুন্দর গুণটি মুসলিম সমাজ থেকে একরকম নির্বাসিত হয়েছে, বরং বলা যায় এর অপমৃত্যু ঘটেছে।

মূলতঃ ঘুষ নামক দুর্নীতিকে উৎখাত করে নৈতিকতাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মহান ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ না করে কোন উপায়

নেই। আর এ কথা কারো অবোধগম্য নয় যে, সকল ক্ষেত্রে আমরা যদি দুর্নীতিমুক্ত হতে পারি, তাহলে সমাজও দুর্নীতিমুক্ত হবে এবং এর সুপরিণাম ভোগ করবে মুসলিম দেশের আপামর জনগোষ্ঠী।

আমরা তাই এ পুস্তিকায় ঘুষ প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে তা প্রতিকারের বিষয়ে আলোচনা করেছি। বইটির পাতুলিপি তৈরী করা হয়েছে আজ থেকে ছয় বছর আগে এবং এর বিষয় বস্তু চয়নে ডঃ আবদুল্লাহ তুরাইকীর “ইসলামী আইনে ঘুষের অপরাধ” নামক গ্রন্থটির সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। বইটি রচনার কাজে বিশিষ্ট ধর্মানুরাগী জনাব মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনের উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁরই উদ্যোগে বহুভাষিক ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘দারুসসালামে’র সহযোগিতায় এতদিন পর এর মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত হল। আল্লাহ্‌র সন্তানদের সকলকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন!

ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার কোন কমতি না থাকা সত্ত্বেও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সহৃদয় পাঠক তা অবহিত করলে কৃতার্থ হবেন এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইলো। আল্লাহ্‌ আমাদের সৎ আমল কবুল করুন। আমীন!

রিয়াদঃ জুন, ২০০০

মুহাম্মদ মানজুর-এ-ইলাহী



## ইসলামী আইনে ঘুষের সংজ্ঞা

ইসলামী আইনবিদগণ বিভিন্নভাবে ঘুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তন্মধ্যে সর্বোত্তম সংজ্ঞা হলো- “নিজের পক্ষে রায় প্রদানের জন্য কিংবা কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে বিচারপতি বা অন্য কাউকে যে অর্থ বা সম্পদ প্রদান করা হয়, কিংবা যে উপকার পৌঁছানো হয়, তাকে বলা হয় ঘুষ”<sup>১</sup>।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, “অন্য কাউকে” কথাটি দ্বারা এমন সব ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যাদেরকে ঘুষদাতা নিজের উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্য ঘুষ প্রদান করে থাকে। এসব ঘুষখোর ব্যক্তিগণ হতে পারে সরকারের প্রশাসনিক কোন কর্তা ব্যক্তি বা কর্মচারী, কিংবা বেসরকারী কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অথবা কোম্পানীর এজেন্ট কিংবা ভূপতি। এমন কি সরকারী ও বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রশাসনিক কর্তা ও কর্মচারীও এতে शामिल হতে পারে।

আরো লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, “নিজের পক্ষে রায় প্রদানের জন্য কিংবা কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে” কথাটি দ্বারা পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সে রায় প্রদান ও স্বার্থ হাসিল ন্যায় পন্থায়ই হোক কিংবা অন্যায়ভাবেই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই প্রদত্ত অর্থ ঘুষ বলে পরিগণিত হবে।

এছাড়া “যে অর্থ বা সম্পদ প্রদান করা হয় কিংবা উপকার পৌঁছানো হয়” কথাটি দ্বারা বুঝা যায় শুধু টাকাই ঘুষের মধ্যে পরিগণিত হয় না, বরং সকল প্রকার সম্পদ ও অন্যবিধ উপকারের আদান-প্রদানও ঘুষের মধ্যে গণ্য হতে পারে।

## ইসলামী আইনে ঘুষের বিধান

ইসলাম মানুষের অর্থসম্পদ সংরক্ষণসহ অবৈধভাবে যাতে তা কেউ আত্মসাৎ করতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। এজন্য সবধরনের অবৈধ পন্থা ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যের মাল আত্মসাৎ করার জন্য ঘুষ হচ্ছে এমনি একটি অবৈধ পন্থা যার প্রসারে

<sup>১</sup> হাশিয়াত ইবনে আবদীন, ৫ম খণ্ড পৃঃ ৩৬২

সমাজ অচিরেই জুলুম, নির্যাতন, বিশৃংখলা ও দুর্নীতিতে ভরে ওঠে। আর তাই ইসলাম ঘুষ দেয়াকে যেমন হারাম সাব্যস্ত করেছে, তেমনি ঘুষ গ্রহণকেও হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে।

ঘুষ প্রদানের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ একে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। নিচে আমরা সেই প্রকারগুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি দলীলসহ সেগুলোর হুকুম সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করব।

### (ক) ন্যায়কে অন্যায় ও অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত করার জন্য ঘুষ প্রদান

এ কথা সুবিদিত যে, ইসলামে হালাল যেমন সুস্পষ্ট, হারামও তেমনি সুস্পষ্ট। সমাজে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যা ও অন্যায়ের বিতাড়নই ইসলামের লক্ষ্য। ঘুষ যেহেতু হককে বাতিল ও বাতিলকে হক প্রতিপন্থকারী পথগুলোর অন্যতম তাই ইসলাম একেও সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে এবং একদিকে ঘুষ গ্রহীতাকে যেমন অপরাধী ও পাপী সাব্যস্ত করেছে, অন্যদিকে তেমনি ঘুষদাতা ও মধ্যস্থতাকারীকেও পাপী বলে ঘোষণা করেছে।

সাধারণতঃ দেখা যায় উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান বিচারালয়ে যেমন হয়ে থাকে, তেমনি হয়ে থাকে প্রশাসনিক অফিস আদালতে। কারণ অপরাধীচক্র নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য কিংবা স্বীয় স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে অন্যের ন্যায্য অধিকার বানচাল করার জন্য বিচারক বা কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান করে থাকে।

ঠিক তেমনিভাবে নিজেদের অবৈধ স্বার্থ অর্জনের জন্যও তারা ঘুষ প্রদান করে থাকে। অবৈধ উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্য যে বিচারক বা অফিসের কর্মকর্তা ঘুষ গ্রহণ করে থাকেন তাদের মধ্যে দু'টো অপরাধ লক্ষ্যণীয়ঃ-

- ১। অন্যায় কাজে সাহায্যের বিনিময়ে ঘুষ তথা অর্থ গ্রহণ। আর অন্যায় কাজে সাহায্য করা যেমন অপরাধ ও হারাম, তেমনি বিনিময়ে অর্থ গ্রহণও অপরাধ এবং হারাম।
- ২। অন্যায়কে প্রতিষ্ঠাকরণ। নিঃসন্দেহে এটি হারাম এবং এ কাজ যিনি করেন তিনি সুস্পষ্টভাবে পাপাচারী ও ফাসিক।

সুতরাং এ অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধী ব্যক্তি বিচারক বা কর্মকর্তা যেই হোন না কেন, তিনি পদচ্যুত ও বরখাস্ত হওয়ার সাথে সাথে ঘুষ গ্রহণের অপরাধে অন্য শাস্তি পাওয়ারও উপযুক্ত হয়ে পড়েন।

### ঘুষ গ্রহীতার ন্যায় ঘুষদাতাও এতে দু'টো অপরাধে অভিযুক্ত

- ১। অন্যায় উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্য ঘুষ প্রদান।
- ২। অবৈধভাবে স্বার্থসিদ্ধির ফলে নিজের প্রতি এবং বিশেষতঃ অন্যের অধিকারের প্রতি যুলুমের কারণ হয়ে দাঁড়ানো।

মুসলিম আইনজ্ঞদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী এ ধরনের ঘুষ প্রদান ও গ্রহণ উভয়ই সুস্পষ্টভাবে হারাম, চাই তা শাসনকর্তার ক্ষেত্রে হোক কিংবা বিচারক বা কর্মচারী অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হোক।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতিপাদনে পবিত্র কুর'আন মাজীদ ও হাদীস শরীফে নিম্নলিখিত দলীল রয়েছে।

### আল-কুরআন

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥



অর্থঃ আর তোমরা পারস্পরিক ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করো না। আর শাসকদের সম্মুখে উহা এ উদ্দেশ্যে পেশও করো না যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোন অংশ নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জেনে গুনে ভক্ষণ করতে পারবে। (আল বাকারা : ১৮৮)

### আল হাদীস

এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। আমরা নিচে প্রধান কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করব।

তিরমিযী, আহমদ ও ইবনে হিব্বান আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে এবং আবু দাউদ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ»

অর্থঃ শাসনকার্যে ঘুষ দাতা ও গ্রহীতাকে আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেছেন।

আহমদ, তাবারানী ও হাকেম সওবান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহীতা ও উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীকে অভিসম্পাত করেছেন।

লা'নত বা অভিসম্পাত হচ্ছে আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে দূরে নিক্ষেপ করা। আর বড় ধরনের হারাম ও গুনাহের কাজে লিপ্ত হলেই শুধু লা'নত করা হয়।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বায্যার বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«كُلُّ لَحْمٍ أَتْبَتْهُ السُّخْتُ فَالْتَأَرْ أَوْلَىٰ بِهِ، قِيلَ: وَمَا السُّخْتُ؟ قَالَ: الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ».

অর্থঃ “নিকৃষ্ট ও মন্দ উপার্জনে যে দেহ গড়ে ওঠবে, জাহান্নামই হবে তার উৎকৃষ্ট স্থান। প্রশ্ন করা হলো- নিকৃষ্ট ও মন্দ উপার্জন কি? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ঘুষ।”

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«لُعِنَ آخِذُ الرِّشْوَةِ فِي الْحُكْمِ، كَانَتْ سِتْرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ»

অর্থঃ “যে ব্যক্তি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করবে, তার ও বেহেশতের মাঝে সেই ঘুষ বাধা হয়ে থাকবে।”

আবদুর রায্যাক আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

«لَعَنَ اللَّهُ الْآكِلَ وَالْمُطْعِمَ الرِّشْوَةَ»

অর্থঃ “আল্লাহ ঘুষখোর ও ঘুষদাতার উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন।”

উমর (রাঃ) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর কাছে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করেন যে,

«لَا رِشْوَةَ فِي دِينِ اللَّهِ»

অর্থঃ আল্লাহর ধীনে কোন ঘুষ নেই।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ “প্রশাসনিক কার্যে ঘুষ গ্রহণ কুফুরীর সমতুল্য এবং মানুষের অন্যান্য কার্যে তা হারাম ও নিকৃষ্ট উপার্জন রূপে স্বীকৃত।”

এছাড়া সাহাবা ও তাবেয়ীগণ থেকে এ রকম আরো বহু উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখিত কুর'আনের আয়াত, হাদীসসমূহ এবং সাহাবাদের উক্তি থেকে সুস্পষ্টরূপে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ঘুষের যাবতীয় আদান-প্রদান সম্পূর্ণ হারাম এবং ঘুষের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম ও নিকৃষ্ট উপার্জন।